দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 APR 1988

পৃষ্ঠা ৫

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষায় নকল আর কতকাল

পরীক্ষায় নকলের যে অশুভ যাত্রা শুরু হয়েছে তা সহসা বন্ধ হবে বলে মনে হয় না। নকল কারা করে, কেন করে, তার অনুসন্ধান না করে নকল বন্ধ করার তৎপরতা চলছে আমাদের দেশে। যার ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে গুলীবর্ষণ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপের মত ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক, পুলিশ, পথচারী হতাহত হচ্ছে। অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্যে বাছাই করাই কি এর কারণ নয়? নিম্ন শ্রেণীতে সেশন পরীক্ষাতে পাস না করে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন দেয়া হয়।

তেমনি নির্বাচনী পরীক্ষাতেও পাস না করলেও মাধ্যমিক পরীক্ষাদানের সুযোগ দেয়া হয়। দেখা যায় পরীক্ষার সময় এরাই নকল করে বেশী। নকলে বাধাপ্রাপ্ত হলে এরাই পেশী শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না। ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। সর্বাপেক্ষা অধিক সমস্যা সৃষ্টি করে ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থীরা। শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী যেসব ছাত্র-ছাত্রী একবার পরীক্ষায় ফেল করে তাদের আর স্কুলে ভর্তি হতে হয় না। পরবর্তী বছর কেবলমাত্র অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) টাকা রিটেনশন ফী দিলেই পরীক্ষাদানের সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগ তারা ৩/৪ বছর পেয়ে থাকে। যার ফলে দৈনন্দিন লেখাপড়া থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। পরীক্ষার সময় নকলের ওপরেই তাদের নির্ভর করতে হয় বেশী। অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষা বোর্ডের নিয়মের ফলেই নকল করার ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। অপরদিকে নকল প্রতিরোধের জন্য কঠোরতা আরোপিত হচ্ছে। নকল প্রতিরোধ করতে হলে সমস্যার মূলে ফিরে যেতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস প্রমোশন বন্ধ করত হবে। মাধ্যমিক স্তরে নির্বাচনী পরীক্ষাতে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের ফাইনাল পরীক্ষাদানের সুযোগ দেয়া বন্ধ করতে হবে। ক্যাজুয়াল প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারী পর্যায়ে আর্থিক অনটন মুক্ত করে ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। জাতীয় কর্মকাণ্ডের প্রভাবও যে ছাতর-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদের যাতে দুর্নীতির সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে॥ তবেই নকল প্রবণতা হ্রাসের আশা করা যায়।

—খোন্দকার কাওছার আলী